R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অল্পসময়ে ছাপা পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৯শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২২শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
৮ই সেপটেম্বর, ১৯৮২ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

বন্যার হঠাৎ হানায় জঙ্গিপুরে লক্ষ লোক জলবন্দী

বিশেষ সংবাদদাতা : পদ্মার জলস্ফীতিতে রবিবার জঙ্গিপুর মহকুমার সুতি-১, ফরাক্কা এবং রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের ব্যাপক অংশে বন্যা দেখা দেওয়ায় প্রায় ১ লক্ষ মানুষ জলবন্দী হয়ে পড়েছেন। বুধবার পর্যন্ত হাজার পাঁচেক জলবন্দী মানুষকে উদ্ধার করে সরকারী শিবিরগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে শাবিবুর রহমান নামে এক শিশুর। এখনও পর্যন্ত তেমন কোন ত্রাণ সাহায্য বন্যা কবলিত এলাকাগুলিতে পাঠানো হয়নি। বিভিন্ন এলাকা থেকে খবর মিলেছে বন্যার ফলে বহু গ্রাম সড়ক পথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। প্রায় সমস্ত টিউবওয়েল জলের তলায় ফলে পানীয় জলের কষ্ট তীব্র হয়ে উঠেছে। এস ডি ও জি বালচন্দ্রন জানান, ফরাক্কা ব্লকের হোসেনপুর ও বেওয়া—২ অঞ্চলের বহু গ্রাম জলবন্দী হয়ে পড়েছে। এ পর্যন্ত ৪০টি পরিবারকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে আনা হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ—২ ব্লকের ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতও জলবন্দী। ব্লকের বিডিও অজিত চন্দ্র জানিয়েছেন, মিঠিপুর, বড়শিমুল, দয়ারামপুর, গিরিয়া ও শেখালিপুর অঞ্চলের বেশীর ভাগ গ্রাম পুরোপুরি জলে ডুবে রয়েছে। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেকেন্দ্রা, তেঘরী ১ এবং ২ অঞ্চলগুলি। শ্রীচন্দ্রের হিসেবে বুধবার পর্যন্ত ১০ হাজার মানুষ জলবন্দী হয়েছেন। মিঠিপুর অঞ্চলের প্রাক্তন প্রধান মানস পাণ্ডে জানান, রামচকের কাছে একটি মাটির বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় মিঠিপুরসহ আশ-পাশ অঞ্চলে বন্যা দেখা দিয়েছে। ঐ অঞ্চলের ৫টি স্কুলই জলে ডুবে আছে। এই প্রতিবেদক রবিবার রঘুনাথগঞ্জ—২ ব্লকের বন্যায় ডোবা বিস্তীর্ণ এলাকা পরিদর্শন করেন। দেখা যায় সেকেন্দ্রা, মিঠিপুর, পানানগর গ্রামগুলির সর্ব্বত্রই জলে ডুবে আছে শত শত মাটির বাড়ি। মানুষজন তারই মধ্যে বসবাস করছেন। বেশীর ভাগ টিউবওয়েলও জলে ডোবা। জল ভেঙ্গে বহু মানুষ চলেছেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। বহু মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন এ্যাফ্লাক্স বাঁধের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কলেজে অশান্তি, অধ্যাপক লাঞ্ছিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : একদল ছাত্রের অভিযোগকে কেন্দ্র করে আজ (বুধবার) জঙ্গিপুর কলেজে অধ্যাপকদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ ও বচসার পরিণতিতে বাণিজ্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জয়কৃষ্ণ শুকুল চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত হন। উত্তেজিত ছাত্রদের হাতে অফিস ঘরের আসবাবপত্র ও কাঁচের আলমারি ভাঙচুর হয়। কলেজের অবস্থা এখন অগ্নিগর্ভ। খবরে প্রকাশ, লাঞ্ছিত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে বাণিজ্য বিভাগের একদল ছাত্র কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের কাছে ক্লাস ফাঁকির গুরুতর অভিযোগ আনলে ঐ অধ্যাপককে অধ্যক্ষের ঘরে ডেকে পাঠানো হয়। এই সময় একদল অধ্যাপক এবং অশিক্ষক কর্মচারীরাও সেখানে হাজির হন। দু'দল অধ্যাপকের মধ্যে চীৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়। চরম বিশৃংখলার মধ্যে অধ্যাপক শুকুলকে অধ্যক্ষের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে আর একদল ছাত্র উত্তেজিত হয়ে অধ্যক্ষের ঘরে ঢুকে তাণ্ডব শুরু করেন। তাঁরা ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করেন। তাঁদের হাতে হেনস্থা হন জনকয় অধ্যাপক। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলেজে বেশ উত্তেজনা রয়েছে।

বধূর মৃত্যু নিয়ে তদন্তে পুলিশ নীরব

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা ব্যারেজ কলোনীর ৮নং ব্লকেরই ৩৬ কোয়ার্টারে শনিবার রাত্রে অগ্নিদগ্ধ হয়ে এক সুন্দরী গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এই মৃত্যু সম্পর্কে পূর্ণাংগ তদন্তের দাবী জানিয়েছেন। সমস্ত ঘটনা জানানো সত্ত্বেও ফরাক্কা থানার পুলিশ এ ব্যাপারে কোন রকম তদন্ত না করায় বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। মৃতা ঐ বধূর নাম সুনন্দা রায়। স্বামী রামকৃষ্ণ রায় সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ফরাক্কা শাখার একজন কর্মচারী। তাদের দুটি ছেলে-মেয়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ৪ সেপ্টেম্বর রাত্রি সাড়ে ১০টা নাগাদ আগুনে পোড়ার গন্ধ পেয়ে জনকয় পড়শী রামকৃষ্ণবাবুর কোয়ার্টারে ছুটে যান। বহুক্ষণ পর রামকৃষ্ণবাবু বাড়ির দরজা খুলে দিলে পড়শীরা দেখেন রান্না ঘরের বারান্দায় পড়ে থাকা সুনন্দার সারা দেহে তখনও আগুন জ্বলছে এবং গোঁ গোঁ গোঙানীর আওয়াজ বেরুচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যারেজ হাসপাতালের

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'রঘুনাথগঞ্জে + ২ স্কুল' সংঘের সভায় দাবী

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীতকরণের দাবী জানিয়েছেন মুরশিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘ। রবিবার রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে সংঘের ২৪তম বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত জেলার সাংবাদিকরা এ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ঐ সম্মেলনে বিহার প্রেস বিলেরও তীব্র নিন্দা করা হয়। সেই সঙ্গে মফঃস্বল সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন অসুবিধার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খাস জমি বণ্টনে দলবাজীর অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতি থানা এলাকায় খাস জমি বণ্টনে দলবাজী ও স্বজনপোষণের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নিয়ে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক জি বালচন্দ্রনের কাছে গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে। হিলোড়া গ্রামের একদল ভূমিহীন কৃষক এ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানিয়েছেন। অভিযোগে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে পঞ্চায়েত সদস্য অমল দাস খাস জমি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সব থানায় হুঁসিয়ারী

বিশেষ সংবাদদাতা : বেলডাঙ্গার সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুরশিদাবাদের সমস্ত থানাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কোন রকম অশান্তির খবর পেলে পুলিশকে তৎক্ষণাৎ কড়া হাতে অবস্থার মোকাবিলা করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুরশিদাবাদ পুলিশ প্রশাসনের কাজকর্মে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর অসন্তুষ্ট। ১৩ আগষ্ট বেলডাঙ্গার ঘটনা সম্পর্কে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরে যে রিপোর্ট জমা পড়েছে তাতে জেলার গোয়েন্দা বিভাগের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ৩ মহকুমাও বিপন্ন

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা যখন বন্যায় ভাসছে ঠিক তখনই মুরশিদাবাদের অন্য ৩টি মহকুমায় দেখা দিয়েছে তীব্র খরা ও ভাঙ্গন। ফলে জেলার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শোচনীয় হয়ে উঠেছে। সোমবার বিধানসভায় সি পি এম এম এল এ বীরেন রায় জেলার এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, কান্দী মহকুমার বিস্তৃত অঞ্চল বিশেষ করে কুমারশণ্ড, মহালন্দী-১ এবং ২নং

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৮৯ সাল।

বাজেট পর্ব

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মন্ত্রিসভার দপ্তর পুনর্বণ্টনের পর ১৯৮২-৮৩ সালের যে ঘাটতি বাজেট রাজ্য-মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থ-দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পেশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে ২৫ কোটি টাকার নূতন কর বসাইয়াও ১ কোটি ৪ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ঘাটতি থাকিয়া যাইতেছে। বিক্রয় কর, চা ও কয়লার উপর সেস, প্রমোদ কর এবং উৎপাদন শুল্কের হার পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এই ঘাটতি ২৫ কোটি টাকা উসুল করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। অনিবার্যভাবে চা, কয়লা, ডিজেল প্রভৃতির মূল্য বাড়িবে।

ঘাটতি বাজেটের জন্য নানা কথাই শুনা গিয়াছে। তাহার মধ্যে কেন্দ্রের আর্থিক নীতির সমালোচনা, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতির আলোচনা করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য ২৫ কোটি টাকার নূতন কর বসাইবার ব্যবস্থা মানিয়া লওয়ার কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

অনিবার্যভাবে চা, কয়লার দাম বাড়িবে, দাম বাড়িবে ডিজেলের। কয়লা ও ডিজেলের জন্য হেন পণ্য নাই, যাহার দাম আবার বাড়িবে না। রাজ্যের জনসাধারণকে আরো বর্দ্ধিত মূল্যে পণ্যাদি কিনিতে হইবে। দুর্গতির সীমা বর্দ্ধিত হইবে মাত্র। কয়লা ও ডিজেল এমন পদার্থ, যাহার প্রভাব সর্বস্তরে পড়িতে বাধ্য। পরিবহণের খরচ বাড়িলে জিনিসের মূল্য অনস্বীকার্যভাবেই বাড়িবে।

এই বাজেটকে কেন্দ্র করিয়া নানা মহলে যা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। বণিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া—বাজেটের বিরূপ সমালোচনা ও সমর্থনসূচক আলোচনা শুনা গিয়াছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। আর জনগণের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার প্রতিক্রিয়া। এমনটি না হইয়া পারেন না। প্রতি বৎসরই কেন্দ্র তথা রাজ্য বাজেট মানুষকে ভয়াকুল করিয়া তোলে। তদুপরি চলতি আর্থিক বৎসরের মাঝামাঝি অবস্থায় নূতন ধাক্কা মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহের কাজকে কতটা দুর্বিষহ করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। রূপার চামচ মুখে যাঁহাদের, তাঁহারা সাধারণ স্তরের মানুষের সমযন্ত্রণা উপলব্ধি করিবেন কি প্রকারে? প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ—যে ধরনের করই হউক, সবেরই ফলশ্রুতি সার্বিক দর বৃদ্ধি। এ হেন পরিস্থিতিতে পরবর্তী আর্থিক বৎসরের বাজেট প্রণয়নের সময় কোন বৃদ্ধির অবকাশ থাকিবে না বলিয়া রাজ্যবাসী মনে করেন এবং হয়ত স্বস্তি বোধ করিতে পারেন।

॥ ভিন্ন চোখে ॥

৫ই সেপ্টেম্বর দিনটি চলে গেল। শিক্ষক দিবস। প্রয়াত বিশ্ববন্দিত দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন। 'শিক্ষক দিবস' শিক্ষকদের আত্ম-সমীক্ষার দিন হওয়া উচিত বলে মনে করি। শিক্ষাক্ষেত্রে আজ মূল্যবোধের অভাব। প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে আজ বিশৃংখলা। কর্ত্তব্যবোধ ও নিষ্ঠার অভাব। প্রায় বছর সাতেক আগে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য চরম মাত্রায় এসেছিল। বর্তমানে সেই অরাজকতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। তবে লক্ষ্য করা গেছে পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ শিক্ষকদের মধ্যে এই পবিত্র পেশার প্রতি এক প্রকারের উদাসীনতা। সবাই যেন স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। গতানুগতিকভাবে কাল কেটে যাচ্ছে। অথচ সবই চলছে সার্কুলার, ম্যানুয়ালের নির্দ্দেশমত। ঘণ্টা বাজে। বিদ্যালয় শুরু হয়। আবার নির্দিষ্ট সময়ে ছুটি। ছেলেদের কাছাকাছি বেশীর ভাগ শিক্ষকমশাই বোধ হয় আসতে চাইছেন না। এর কারণটা কি?

বুনো রামনাথের যুগ বহুকাল আগে পার হয়ে এসেছি। সে যুগ এখন মৃত। প্রাচীন গুরুদের আদর্শের দৃষ্টান্তও দিতে চাইছি না। শুধু বিনীতভাবে এটা বলতে চাইছি বর্তমান শিক্ষক সমাজ যেটুকু পালনীয় কর্তব্য সেটুকু ঠিকমত করতে পারছেন না। অথচ মানুষ গড়ার এই কারিগরদের বর্তমান সরকার যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন। অনেক কিছু সুযোগ সুবিধা তাঁদের দেওয়া হয়েছে। এর বিনিময়ে তাঁদের সেবার মধ্যে একটা কৃপণ মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে।

তবে একটা কথা চিন্তা করার আছে। শিক্ষক সম্প্রদায়কে বোধ হয় দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা যেত পারে।

১। এই পেশাকে ভালোবেসে যাঁরা এসেছেন।

২। অন্য কোন সরকারী কর্মসংস্থানে প্রবেশে ব্যর্থ হয়ে এই পেশায় যাঁরা এসেছেন।

কাজেই শিক্ষক সমাজের মধ্যে দ্বিমুখী ধারা বয়ে চলেছে। তাই শিক্ষাদানের দৃষ্টিভঙ্গি, নিষ্ঠা, মূল্যবোধ—সব কিছুর মধ্যে ব্যবধান থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। এরই কিছুটা প্রতিফলন ঘটছে ছাত্র সমাজের উপর।

এর সমর্থনে একটি বাস্তব চিত্র দুঃখের সঙ্গে এই প্রতিবেদনে তুলে ধরছি। আমি এই জেলার এমন কিছু শিক্ষককে জানি যাঁরা বৎসরের পর বৎসর ছাত্রদের পড়িয়ে যাচ্ছেন। অথচ ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে বেশীর ভাগ দিন হাজির হন না। শিক্ষণ পদ্ধতিতে এটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। দুঃখজনক এবং দুর্ভাগ্যজনকও বটে। মনে রাখতে হবে সচেতন ছাত্র এবং সচেতন অভিভাবকের সংখ্যা পূর্বের চেয়ে কম হলেও—তাঁরা এখনও আছেন। শিক্ষকদের মূল্যায়ন তাঁদের হাতেই হবে। তবে নিষ্ঠাবান শিক্ষক এখনও অনেকে আছেন। তাঁরা আছেন বলেই হয়তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অচলায়তন হয়ে পড়েনি। তাই আবার বিনীতভাবে বলতে চাইছি শিক্ষক রাধাকৃষ্ণানের জন্মদিনে পশ্চিম বাংলার শিক্ষক সমাজের আত্মসমীক্ষার দিন। তাঁদের সঠিক কর্তব্য পালনের শপথ নিতে হবে এই পবিত্র দিনটিতে। তবেই বোধ হয় তাঁর প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জানানো হবে।

মণি সেন

কেন এই বিরোধ, কে দায়ী, কতটা দায়ী (৫)

বিমান হাজরা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নির্মলবাবুর ঘটনা কালেকটরীতেই নয় জেলার সর্ব্বত্রই সরকারী কাজকর্মকে ঢিলে করেছিল। শ্লোগান, মিছিল, জমায়েত এবং কো-অর্ডিনেশনের জঙ্গন পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তুলল। ফলে ডি এমের খোদ দপ্তরেও ডি এম তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হলেন। পুলিশী প্রহরা জোরদার হল।

নির্মল বাগচী সরকারীভাবে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বর্ণনা পাননি। ওয়েষ্ট বেঙ্গল সার্ভিস রুল মোতাবেক আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তাকে সুযোগ দেওয়া হয়নি। বাগচীর কথায়—'ও এসকে মারধোরের কথা বানানো, মিথ্যে।'

এই প্রতিবেদক যে সব তথ্য পেয়েছেন, তাতে নির্মলবাবুর অস্বীকৃতির পেছনে সত্যতার অভাব আছে বলে মনে হয়। ঘটনার দিন তার সার্কেলের লোকজনের কাছে ও এসকে মারার কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। পরদিন তার কর্মস্থল সাগরদীঘি ব্লক অফিসেও বীরদর্পে সকলকে শুনিয়েছেন—"কালকে দিয়েছি ও এসের গালে দুই থাপ্পড়। বেটা ..."। কর্মক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে মারধোর আইনত অপরাধ। মানবিকতারও পরিপন্থী। তবু কালেকটরীর অফিস সুপারিনটেনডেন্ট বহুল কর্মচারীর সমর্থন পাননি। এর প্রধান কারণ দুটি। প্রথম তাঁর রূঢ় আচরণ এবং নীতিভাঙ্গা কাজকর্ম বহু কর্মচারীকে ক্ষুব্ধ করেছে। দ্বিতীয় কারণ—নির্মল বাগচীর পরিচিতি। এবং ব্যবহার। সমিতির নেতৃত্বে থেকে দলের চেয়েও সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করেছেন বেশী। এর জন্য অফিস কামাই করে তার নিজের কর্ত্তব্যও যথাযথভাবে সম্পাদনে ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন। ফলে অফিসাররাও অনেকে নির্মলবাবুর আচরণে অসন্তুষ্ট। ডি এম কস্তুরী গুপ্তাও তাকে ভাল চোখে দেখতেন না। ১৭০০ ঈ এম পিতে 'এ পি পি— আর পি পি' এর একটি সার্কুলার নিয়ে ঘটনার দু' সপ্তাহ আগেই নির্মল বাগচীর সঙ্গে ডি এমের এক চোট ঝগড়া হয়ে যায়। সেদিন ডি এম হার মেনেছিলেন নির্মলবাবুর কাছে। আটকে রাখা ফাইলে সই দিয়ে কস্তুরী গুপ্তা মুখরক্ষা করেছিলেন সেদিন। তৎকালীন মন্ত্রীসভায় বহরমপুর কালেকটরীর এই ঘটনা নিয়ে বহু আলাপ আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও অসন্তুষ্ট হন। রাজ্য পর্যায়ে কলকাতায় সরকারী কর্মচারীদের নতুন সংগঠন যেদিন জন্ম নিচ্ছে মন্ত্রী রাধিকা ব্যানার্জীকে সেদিনই দেখা গেল বহরমপুরে কালেকটরীর নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে। বাদী বিবাদী এবং ডি এম। সবার সঙ্গে বৈঠক সেরে রাত্রেই মন্ত্রী কলকাতায় ফিরে গেলেন। ডি এম কস্তুরী গুপ্তা মেননকে নির্দ্দেশ দিয়ে গেলেন সব ঘটনার ইতি টানতে।

পরদিন শনিবার অফিস শুরু হোতেই ডি এমের বাংলোয় বসল ত্রি-পক্ষের বৈঠক। উপস্থিত থাকলেন কালেকটরীর পুরেন হাজরা, পথিক গুপ্ত, অসীম চক্রবর্ত্তীর মত তাবৎ নেতারা সে বৈঠকে। আলোচনা শেষে রচনা হোল চুক্তিপত্র। সই দিলেন তাতে সবাই। ও এস অনিল বরণও।

চুক্তিপত্রে সই হোল দুটি সর্তে। প্রথমটি ডি এম রিলিফ ডিরেকটরকে নির্মল বাগচীর সাসপেনশন প্রত্যাহার করে

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ আমাদের মহকুমা

শ্রীবরুণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যুদ্ধের গতি ক্রমশঃ ইংরাজদের পক্ষে ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ও আফ্রিকায় ইংরাজ তখন জাপান ও জার্মানীর হাতে বেধড়ক মার খাচ্ছে। সন্ত্রস্ত ইংরাজ মার্কিন সৈন্য ও সমরোপকরণ এনে ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেলেছে।

ভারতবাসীর সমস্ত আন্দোলনকে হিংস্র দমননীতির সাহায্যে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। নিত্যব্যবহার্য সমস্ত জিনিস ক্রমশঃ দুর্লভ ও দুর্মূল্য হয়ে কালোবাজারে চলে গেল। তারপরই এল ১৯৪৩ এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। সারা বাংলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে প্রাণ দিল।

১৯৪৩ এর এই মন্বন্তর জঙ্গিপুর মহকুমাকেও প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে গেল। খাদ্যাভাবে মানুষ শুকিয়ে মরতে লাগলো। ইংরাজরা যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। অনাহারক্লিষ্ট মানুষের কান্না তাদের কানে পৌঁছাল না। এই সময় খবরের কাগজে জঙ্গিপুরের কয়েকটি অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ করায় জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক বরুণ রায়কে ভারতরক্ষা আইনে আটক করার শাসানি দিলেন।

দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবায় রামকুমার সেনের নেতৃত্বে রাজনৈতিক কর্মীরা এগিয়ে এলেন। গঠিত হল 'জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ টাউন রিলিফ কমিটি।' কমিটির সম্পাদক বরুণ রায় কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ফজলুল হক, বিধান রায়, জি ডি বিড়লা, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, এ কে এম জ্যাকেরিয়া প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করে খাদ্য, বস্ত্র ও ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ওষুধ সংগ্রহ করে আনলেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের মুক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হল। ছাত্র আন্দোলন, পুলিশ ও ডাকতার কর্মচারীদের ধর্মঘট, বোম্বাই এর নৌ বিদ্রোহ। সারা দেশ উথাল-পাথাল। এই পর্যায়ে জঙ্গিপুরের রাজনৈতিক জীবন কিন্তু ছিল ব্যতিক্রমধর্মী—শান্ত, নিস্তরঙ্গ। বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যে বরুণ রায় ও শচীন সেন কলকাতায় আজাদ হিন্দ্ মুক্তি আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। জঙ্গিপুরের বিক্ষোভকে সংগঠিত করার জন্য তখন কেউ এগিয়ে আসেননি।

ঝুনো সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ তখন ভারতবাসীর সংগ্রামকে বিপথে চালিত করার জন্য হীনতম গোপন চক্রান্তে লিপ্ত। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় শুরু হল ভ্রাতৃঘাতী হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা। সারা দেশের পরিবেশ বিষিয়ে উঠল। আমাদের জঙ্গিপুর মহকুমায় পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস তীব্র আকার ধারণ করলেও কোথাও কোন গুরুতর দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা ঘটেনি।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ তখন চরম উত্তেজনা ও আবেগে থর থর করে কাঁপছে। যুদ্ধ শেষে নখদন্তহীন বৃটিশ সিংহ তখন আগ্নেয়গিরির চূড়ার উপর বসে। সংগ্রামী ছাত্র, পুলিশ, নৌবিদ্রোহী ও সাধারণ মানুষ সারা দেশে বুকের রক্ত ঢেলে তখন শেষ লড়াই ফতে করতে চলেছে।

এদিকে গোপন অন্ধকারে ঠিক তখনই চলেছে দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের কুটিল চক্রান্তের খেলা। রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যদি ইংরাজকে এদেশ ছেড়ে যেতে হয় তাহলে বেনিয়া ইংরাজের যেমন সর্বনাশ হবে তেমনিই সমূহ সর্বনাশ হবে এদেশের ধনিকবনিক ও তাদের পৃষ্ঠপোষিত নেতাদের। পলাশীর ময়দানে যেমন একদিন মীরজাফর ক্ষমতার লোভে লড়াইয়ের পথ পরিত্যাগ করে ইংরাজের সঙ্গে হীন আপোষ করেছিল, ঠিক সেই একই ভাবে নিজেরা ক্ষমতার আসনে বসার জন্য নয়া মীরজাফরের দল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে আপোষের হীন চক্রান্তে লিপ্ত হলেন। দেশকে দু'টুকরো করে ভাগ করে কোটি কোটি উদ্বাস্তু মানুষের চরম সর্বনাশ ডেকে এনে ইংরাজের ফেলে যাওয়া পাদুকায় পা গলালেন আমলাতন্ত্রপোষিত লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল।

সরলবুদ্ধি সাধারণ মানুষ ভাবল যে তাদের সব দুর্গতির মূল বিদেশী শাসন অপসারিত হয়েছে। কাজেই এবার সোনালী ভবিষ্যৎ তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ১৫ই আগষ্ট সারা দেশে আনন্দের বান ডাকল।

আমাদের এই জঙ্গিপুরে কিন্তু সেই মুহূর্তে ভিন্ন চিত্র। মুর্শিদাবাদ জেলা পাকিস্তানে পড়েছে। মুসলমানরা উল্লসিত। হিন্দুরা সন্ত্রস্ত, দিশেহারা। ১৫ই আগষ্ট জঙ্গিপুর কোর্টে পাকিস্তানের চাঁদতারা মার্কা সবুজ পতাকা উঠল।

আবার কয়েকদিন পর র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডে খুলনার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার অদল-বদল হল। জঙ্গিপুর মহকুমা আবার স্বাধীন ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হল। কোর্ট কম্পাউণ্ডে উঠল তেরঙ্গা ঝাণ্ডা—যে ঝাণ্ডা উড়ানোর জন্য জঙ্গিপুরের শত শত স্বাধীনতা সংগ্রামী এতদিন লড়াই করেছে।

কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ যবনিকাপাত কি হয়েছে? এ প্রশ্ন আজ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনকে আন্দোলিত করছে যে এই কি সেই স্বাধীনতা যা পাওয়ার জন্য হাজার হাজার দামাল প্রাণ আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে? সাধারণ মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা, চিকিৎসা—কোন সমস্যারই তো সমাধান হল না! নিরাপত্তার অভাব। ঘুষ, দুর্নীতি কালোবাজার আর চোরাকারবারে দেশ ছেয়ে গেল। স্বাধীনতা বলতে তো আমরা শুধু ইংরাজের অপসারণ বুঝিনি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক পরাধীনতা থেকেও মুক্তি চেয়েছি। সে স্বাধীনতা আজও অর্জিত হয় নি। কাজেই স্বাধীনতার সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। সারা ভারতবর্ষে এবং সেই সঙ্গে আমাদের এই মহকুমাতেও। [সমাপ্ত]

অভব্যতা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর কলেজের দোতলা থেকে কিছু ছাত্রের অশ্লীল আচরণ সংলগ্ন স্কুলের ছাত্রীদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে! ছাত্রীরা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে এ সম্পর্কে অভিযোগ করলে প্রধান শিক্ষক এ নিয়ে কলেজের পূর্বতন অধ্যক্ষকে সব ঘটনা জানান। প্রধান শিক্ষকের অভিযোগ, তবু এই অভব্যতা বন্ধ হয় নি। ছাত্রদের হাতে স্কুলের শিক্ষকদেরও হেনস্থা হতে হচ্ছে।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস
ষ্টোন মার্চেন্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্যাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে
ষ্টোন চীপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,
পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন ঃ অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮
তাং ২৪-৩-৭০

'প্রিন্টোফ্লেক্স' কোম্পানীর
১নং পলিথিনের বিভিন্ন সাইজের
বালতি, বালতি-ব্যাগ, গ্লাস, মগ, প্লেট, সোপকেস প্রভৃতি দ্রব্য সুলভ মূল্যে খুচরা ও পাইকারী রেটে পাওয়া যায়।
টি, চক্রবর্তী
বাগানবাড়ী
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

P. O. Farakka S. T. P. P. Murshidabad

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/RAILWAYS/ WBSEB, Government and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of fhe undersigned during working hours of date mentioned for sale of document on payment of cost of tender paper for each work Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20|- (Rupees twenty) only extra for each work either by I. P. O. payable at post office Khejuriaghat or demand Draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd', payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials

The tender documents will be on sale from 10. 9. 82 to 1. 10. 82 from 9-00 hrs. to 11-00 hrs. and 15 00 hrs. to 16-30 hrs Tenders will be received latest by 4. 10. 82 at 11-00 hrs and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost/ Completion period (in lakhs)	E. M. D / Cost of tender paper (in Rs.)
1.	Construction of 3 nos. of goods shed at Unloading Platform of Permanent Siding of F. S. T. P. P. NIT No.—FS : 42 : CS : 158/T-57/82	3·0/ 6 months	6,000·00/50·00
2.	33/11 KV Switch-Yard Illumination and cabling to other areas of FSTPP. NIT No.—FS : 42 : CS : 149/T-58/82	0·9/ 3 months	1,800·00/25·00
3.	T mporary Plant Illumination (hase—IV) at FSTPP. NIT No.—FS : 42 : CS : 162·1/T—59/82	1·3/ 4 Months	2,600·00/50·00
4.	Providing lighting towers at Plant Site and permanent township of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 163/T-60/82	6·5/ 5 months	13,000·00/50·00

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, Tax clearance certificates valid electrical contractor's licence for electrification work and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tenders
2. Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site conditions
3. General conditions of contracts can be seen in the Office of the undersigned on any working day during working hours
4. Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained Adjustment of Earnest Money against Running Account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper. Tenderers Registered with any other project of N. T. P. C. are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form 'Earnest Money of.....enclosed should be clearly written on the top of the Envelope containing tender paper failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
P.O. Farakka Super Thermal Power Plant.
Dt. Murshidabad : West Benga
Pin—742212

তদন্তে পুলিশ নারাজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ্যামবুলেন্সে তাঁকে মালদা সদর হাসপাতালে পাঠানো হলে ঐ দিনই ভোর রাত্রে সুনন্দার মৃত্যু হয়। পড়শীদের অভিযোগ, অগ্নিদগ্ধ হয়ে এই মৃত্যুর ঘটনা রহস্যজনক। ঘটনার দিন রাত্রে সুনন্দার উপর নাকি শারীরিক অত্যাচার চালানো হয় এবং তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় প্রতিরাত্রেই সুনন্দার উপর এরকম অত্যাচার করা হত। সুনন্দা এই অত্যাচারের কথা নাকি পড়শীদেরও জানিয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই মৃত্যুর ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। পুলিশও ঘটনার তদন্তে তাই গা ঝাড়া দিয়ে চলেছেন।

ধুলিয়ান ষ্টেশনের উন্নয়ন দাবী

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'ধুলিয়ান গঙ্গা' রেল ষ্টেশনের কিছু সমস্যাবলী নিয়ে ভারতীয় জনতাদলের একদল প্রতিনিধি সম্প্রতি পূর্ব্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার সি কে স্বামীনাথনের কাছে দাবীপত্র পেশ করেন। দাবীগুলির মধ্যে আছে, ধুলিয়ানে এক্সপ্রেস ট্রেনের ষ্টপেজ, ওভারব্রীজ, প্ল্যাটফর্ম এবং যাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ষষ্টিচরণ ঘোষ।

কৃষিতে আদর্শ গ্রাম

রঘুনাথগঞ্জ : সুতি-২ ব্লকের মুরলীপুকুর, নতুন পারুলিয়া এবং পুরাতন পারুলিয়া গ্রাম তিনটিকে আদর্শ গ্রাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য—ডালশস্য ও তৈলবীজ উৎপাদনে চাষীদের উৎসাহ জোগানো। তিনটি গ্রামের প্রায় দু'শো কৃষি পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন। বৃহস্পতিবার মুরলীপুকুর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ২০ দফা কর্মসূচীর অন্তর্গত উৎপাদন বর্ষ নিয়ে একটি সভায় এই আদর্শ গ্রাম নির্বাচন করা হয়। মহকুমা কৃষি বিভাগ এই সভার আয়োজন করেন। কৃষি অফিসার ও কৃষকদের নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। সভায় আদর্শ গ্রামের কৃষকদের উন্নতমানের বীজ যোগান, রোগ পোকা দমন ও সুষ্ঠভাবে কৃষিকাজ পরিচালনা সম্পর্কে সরকারী সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়। খবরটি জানিয়েছেন জঙ্গিপুর তথ্য দপ্তর।

প্রাক্তন শিক্ষকের মৃত্যু

জঙ্গিপুর : জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক আবদুল্লা খাঁ সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তিনি একদা জঙ্গিপুর পুরসভার কমিশনারও ছিলেন। শ্রীখাঁর মৃত্যুতে পুরসভা এবং জঙ্গিপুর ও বাড়ালা বিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

ফোন নং : ২৬২

চৌধুরী ভাই

৩০, কৃষ্ণনাথ রোড, বহরমপুর

॥ চার্চের মোড় ॥

গুড ইয়ার কোং নির্মিত সেরা বেলটিং এবং পাম্পসেট্ ও বড় ইঞ্জিনের পার্টস পাওয়া যায়।

চৌধুরী হাইওয়ে সার্ভিস, বহরমপুরের সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস

উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ

প্রোঃ মদনমোহন দাস

এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

কৃষি সংবাদ

বিভিন্ন শ্রেণী অনুসারে পাটের দাম

জেলায় পাট কাটা সুরু হয়েছে। অল্প স্রোতযুক্ত জলে পাট জাঁক দেওয়া বিধেয়। ফলে পাটের আঁশের মান উন্নত হবে এবং দামও মান অনুসারে নির্দ্ধারিত হবে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও জুট করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া এবং স্থানীয় মার্কেটিং সোসাইটি জেলায় পাট খরিদ করবেন। জেলায় বিভিন্ন ব্লকে মোট ৪৯টা পাট ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে জুট করপোরেশন এবং মার্কেটিং সোসাইটি পাট খরিদ করবেন। কোথায় কবে পাট কেনা হবে তাহা স্থানীয় ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বা কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকের নিকট জানা যাবে।

নিম্নলিখিত হারে শ্রেণী অনুসারে এ বৎসর এই জেলার জন্য পাটের দাম ধার্য্য হয়েছে।

জাত : পাট তোয়া

গ্রেড	কুইন্টাল প্রতি নির্দ্ধারিত মূল্য (টাকা পয়সা)
১	২৫৮-০০
২	২৪৩-০০
৩	২২৮-০০
৪	২১৩-০০
৫	১৯৮-০০
৬	১৮৮-০০
৭	১৭৮-০০
৮	১৬৮-০০

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

কতটা দায়ী (৫)

(২য় পৃষ্ঠার পর)

নিতে অনুরোধ করবেন। দ্বিতীয় সর্তটি হোল কর্মীদের কাটা মাইনা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ঘাড় কাৎ করে ডি এম কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হোলেন সর্ত মেনে নিয়ে। অফিসাররা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন শেষ পর্যন্ত। এদের অনেকেই ডি এমের স্বপক্ষে একটি সিদ্ধান্তের সমর্থক ছিলেন। সিদ্ধান্তটি ছিল—যদি নির্মল বাগচির সাসপেনসান তুলে নিয়ে ডি এমকে ছোট করা হয় তবে সেই মুহূর্তে মুর্শিদাবাদের তাবৎ অফিসারকূল ঐ জেলা থেকে তাদের অন্যত্র বদলীর দাবী করবেন। এই সিদ্ধান্তের পরপরই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা জোট বেঁধে সাহেবদের চা, জলখাবার দেওয়া বন্ধ করেছেন। চা, জল বন্ধ হয় নি সিদ্ধান্তের অসমর্থক জঙ্গিপুর ও লালবাগের দুই মহকুমা হাকিমের (এস ডি ও)।

শেষ পর্যন্ত নির্মলবাবুর সাসপেনসান আদেশ বাতিল করে তাকে সাগরদীঘিতে ফিরিয়ে আনা হয়। হার মানেন ডি এম। সেই সঙ্গে কো-অর্ডিনেশনের কর্তারাও। এই থেকে বিরোধের শুরু। ক্রমে ক্রমে আরো তীব্র হয়েছে। দুটি ইউনিয়নের মধ্যে মন কষাকষি বেড়েছে। উভয়ে উভয়কেই জব্দ করতে উঠে পেরে লেগেছেন। জেলার সর্বত্র এই অবস্থা চলছে। ডি এমের পর রেজিষ্ট্রার। দুটি ইউনিয়নের বিরোধ এইবার কোন্ পথে মোড় নেয় সেটিই দেখার বিষয়। (শেষ)

রেশন দোকানে দুর্নীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতির হিলোড়া গ্রামের একদল লোক সংশ্লিষ্ট গ্রামের রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের কাছে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ করেছেন। এইসব অভিযোগের মধ্যে আছে ইচ্ছেমত দাম নেওয়া, প্রাপ্য রেশন দ্রব্য না দেওয়া প্রভৃতি। এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানিয়েছেন অভিযোগকারীরা।

লক্ষ লোক জলবন্দী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপর। সরকারী পর্যায়ে কোথাও কোন উদ্ধার কার্য দেখা যায়নি। চোখে পড়েনি কোনো নৌকোও। পানানগরে কবরস্থান ডুবে যাওয়ায় এক মৃত বালিকাকে কবর দিতে পারেনি মুসলিম গ্রামবাসীরা। পানীয় জলের সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে। ঐ দিনই বিডিও অজিত চন্দ্র তাঁর অফিসে এক সাক্ষাৎকারে জানান, হঠাৎ আসা এই বন্যার খবর বহরমপুরে জেলা শাসক প্রসাদরঞ্জন রায়কে জানানো হয়েছে। কোন ত্রাণ-সামগ্রী না থাকায় বণ্টন করা যাচ্ছে না। কোন নৌকোর ব্যবস্থাও করা যায়নি। একই অবস্থা সুতি—১ ব্লকের নুরপুর, সাদিকপুর, গাঙ্গিন, সোনাপুর প্রভৃতি গ্রামগুলির। প্রাক্তন এম এল এ মহঃ সোহরাব ঐ সব গ্রাম ঘুরে এসে জানান, সর্ব্বত্র মানুষজন অপরিসীম দুঃখকষ্টের মধ্যে বাস করছেন। তাদের কাছে সরকারী ত্রিপল বা খাবার পৌঁছোয়নি। তিনি জানান, ফরাক্কার মহেশপুরের অবস্থাও অত্যন্ত সঙ্গীন। বাজিতপুরের কাছে গ্রামবাসীরা বালির বাঁধ দিয়ে বন্যা রোখার চেষ্টা করছেন। ঐ বাঁধ যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। সুজনীপাড়ার কাছে ৩৪নং জাতীয় সড়কের লিংক রোড দিয়ে বন্যার জল ঢুকে বহু এলাকা ভাসিয়ে দিয়েছে। এদিকে ধুলিয়ান এবং অরঙ্গাবাদেও বন্যার আশংকা প্রবল হয়ে উঠেছে। এস ডি ও জানিয়েছেন, দারিয়াপুরের কাছে বাঁধ দিয়ে বন্যা ঠেকানোর ব্যবস্থা হয়েছে এবং ঐ বাঁধের উপর কড়া দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সি পি এম অফিস থেকে মৃগাংক ভট্টাচার্য্য জানান, এম পি জয়নাল আবেদীনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বন্যা-কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। সর্ব্বত্রই বানভাসি মানুষেরা প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এদিকে কংগ্রেস ই মহল থেকে বন্যায় এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবী করা হলেও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ খবর অস্বীকার করা হয়েছে।

দলবাজীর অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বণ্টনের ব্যাপারে একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। ঐ তালিকায় প্রকৃত ভূমিহীনদের বাদ দিয়ে জমির মালিক ও একই পরিবারভুক্ত একাধিক ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সনৎ মজুমদার, ইয়ার সেখ, আফসার সেখ, দামোদর মাঝি প্রমুখের জমি থাকা সত্ত্বেও তাদের পরিজনদের নাম খাস জমি বণ্টনের তালিকায় রয়েছে বলে অভিযোগে বলা হয়েছে।

সব থানায় হুঁসিয়ারী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। ১০ আগষ্ট চাঁদ সেখ নামে এক যুবকের মৃত্যুকে ঘিরে ভুল বোঝাবুঝির দরুণ ১৩ আগষ্টের ঘটনা ঘটে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে বেলডাঙ্গা থানা ও জেলার পুলিশ মহলে রদবদল করা হবে। বেলডাঙ্গার ওসি অরুণ হালদারকে ইতিমধ্যেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডি এস পি (আই বি) কে জেলার দায়িত্ব থেকে সরানো হবে। অদল-বদল হবে আই বি'র মধ্যেও। এদিকে বেলডাঙ্গার ঘটনা নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানিয়েছেন জেলা ভারতীয় জনতা দল। দলের সভাপতি অজিত মৈত্রের নেতৃত্বে ৭ জনের এক প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের কাছে পেশ করা স্মারকপত্রে এই দাবী জানানো হয়েছে।

সংঘের সভায় দাবী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কথা নিয়েও সম্মেলনে আলোচনা হয়। সংঘের কর্মকর্ত্তা নির্বাচন নিয়ে ঐক্যমত না হওয়ায় এক মাসের মধ্যে পুনরায় সভা ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক কমল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাংবাদিকরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ঠিক হয়েছে সংঘের সঙ্গে একচ্ছত্র ছায়ায় আসার জন্য জেলা প্রেস ক্লাবকে আহ্বান জানানো হবে।

তিন মহকুমাও বিপন্ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নং অঞ্চলে এবার এক দানাও শস্য হয়নি, সব পুড়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। লালবাগ মহকুমার নবগ্রাম থানার বিস্তৃত অঞ্চলে বিশেষ করে নারায়ণপুর, অমরকুণ্ডু, কিরিটেশ্বরী এবং নবগ্রাম অঞ্চলের অবস্থাও একই রকম। ঐ মহকুমার ভগবানগোলা থানার এক অংশে বন্যা অপর অংশে প্রচণ্ড খরা চলেছে। জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদীঘি থানার গোবর্দ্ধনডাঙ্গা, পাটকেলডাঙ্গা এবং বোখারা-২ অঞ্চলগুলিও খরার কবলে। খরার পাশাপাশি শুরু হয়েছে নদীর ভাঙ্গন। বহরমপুর মহকুমার সাগরপাড়া, সাহেবনগরের বহু বাড়ী গঙ্গায় তলিয়ে গেছে। লালবাগ মহকুমার নবগ্রাম থানার ঝুলনপুর, লক্ষ্মণপুর, বরকতপুর, জুড়ানকান্দী, কচুবাড়ী প্রভৃতি গ্রাম ব্রহ্মণী নদীর ভাঙ্গনের ফলে নিশ্চিহ্ন হবার মুখে। ভাঙ্গনের ফলে জেলায় প্রায় ৫০ হাজার লোক বিপন্ন হয়েছে। বীরেনবাবু ত্রাণ মন্ত্রীকে পাঁচ হাজার ত্রিপল এবং চিড়ে, গুড়, দুধ প্রভৃতি শুকনো খাবার অবিলম্বে জেলায় পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানান।

একটি সুসংবাদ

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

মুর্শিদাবাদ

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সুরবল্লী কষায়

রক্ত পরিষ্কারক ও

বলবর্ধক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।